গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

ভারতীয় সাহিত্যের ক্রমবিকাশে একটি স্বতন্ত্র ধারা নাথসাহিত্য। অনেক গবেষক নাথসম্প্রদায়ের ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা করেছেন। কিন্তু তাসত্ত্বেও নাথসাহিত্য ও সংস্কৃতির অনেক বিষয় এবং লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় অনালোকিত ও অনালোচিত রয়ে গিয়েছে। নাথসম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মজীবন ও সাহিত্য বৈশিষ্ট্য বিবর্তিত হয়েছে। এইকারণে কালে কালে নানা আচার নিষ্ঠার ছোঁয়া পড়েছে। এখানে নাথসম্প্রদায়ের সামাজিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া নাথসম্প্রদায়ের যাপিত জীবনের দার্শনিক ভিত্তি সাহিত্যে নিরূপণ করার প্রয়াস আছে।

পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, অসম ও বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নাথসম্প্রদায়ের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও লোকায়ত রূপ সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যা নাথধর্ম ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করছে। নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নাথসম্প্রদায়ের বিভিন্ন অনুসারীদের ভাবচর্চার প্রকৃতি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাচীন, মধ্যযুগের বাংলার নাথসাহিত্যের অনালোকিত বিষয়গুলিকে খুঁজে বের করা শুধু নয়, বর্তমান সময়েও নাথসাহিত্য ও সংস্কৃতির জীবন্ত ধারাটির স্বরূপ ও মর্মান্বেষণ গবেষণাকর্মের প্রতিপাদ্য।

প্রস্তাবনা অংশে গবেষণার ধরন বা প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা, বিশ্লেষণ করা হয়েছে, গবেষণার পরিধি, যৌক্তিকতা, পদ্ধতি, গবেষণার একক, নমুনা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। **'সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নাথধর্ম ও তার লোকায়ত রূপ'** শিরোনামে গবেষণা

যাতে যুক্তিবুদ্ধি-গ্রাহ্য রূপ গ্রহণ করে সে জন্য গবেষণার সম্ভাব্য পরিচ্ছেদ ভাবনা ও অধ্যায়গুলি এভাবে সাজানো হয়েছে—

কথামুখ

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়: নাথধর্মের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

দ্বিতীয় অধ্যায়: নাথসম্প্রদায়ের সাধনা, সামাজিক-পরিচয় এবং সাংস্কৃতিক-জীবন

তৃতীয় অধ্যায়: সিদ্ধসাহিত্য

চতুর্থ অধ্যায়: যোগীনাটক

পঞ্চম অধ্যায়: নাথসম্প্রদায়ের লোকগান

ষষ্ঠ অধ্যায়: আধুনিক সাহিত্যে নাথধর্ম ও সংস্কৃতি

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

পরিশিষ্ট

নাথধর্মের উদ্ভব থেকে আজ পর্যন্ত রৈখিক বিবর্তনের ইতিহাস গবেষণায় উঠে এসেছে। নাথধর্ম ও সাধনতত্ত্বকে আশ্রয় করে বহু লোকায়ত এবং শিষ্টসাহিত্য রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। নাথধর্মের প্রতিটি রূপান্তরের কারণ যেমন গবেষণার মাধ্যমে বিশ্লেষিত হয়েছে তেমনি এর সাহিত্যরূপের বৈচিত্র্য আলোচিত হয়েছে। আমরা দেখেছি নাথধর্ম শৈবমত অনুসারে গড়ে উঠলেও পরবর্তীকালে বিভিন্ন পন্থ সমন্বিত হয়েছে। কিন্তু নাথধর্ম, সাধনা

সমন্বয়ী ঐক্যে বাঁধা পড়েছে। আমার অন্বেষা যাতে যুক্তিবুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ গ্রহণ করে সেইজন্যে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশ) বেশ কিছু জেলাকে সমীক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে নির্দিষ্ট করে নাথধর্ম ও সংস্কৃতির লোকায়ত রূপটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।